যুগান্তর

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষায় আর ভ্যাট নয়

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিন

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন উচ্চ আদালত। দুজন অভিভাবকের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে এ স্থগিতাদেশ দেয়া হয়। আদালতের এ আদেশের নিহিতার্থটি সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললে একপর্যায়ে সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, শিক্ষার্থীদের ওপর এ বাড়তি বোঝা আরোপ কেন? ভ্যাটের আইন প্রধানত ভোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর অর্থ শিক্ষার্থীদের ভোক্তা হিসেবে গণ্য করা। সেক্ষেত্রে শিক্ষা হয়ে যায় পণ্য। আর শিক্ষা পণ্য হলে তা সার্বজনীনতা হারায়, হয়ে যায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ভোগের বিষয়, যা আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে সবার সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই শিক্ষাকে কোনোভাবেই পণ্য হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। এটা ঠিক, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে মূলত সচ্ছল অভিভাবকের সন্তানরা পড়ালেখা করে। কিন্তু তাদের এ সচ্ছলতা ভ্যাট আরোপের অজুহাত হতে পারে না।

যেখানে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া উচিত, সেখানে ভ্যাট আরোপ করা হলে এর উল্টোটিই হয়, অর্থাৎ শিক্ষাকে করা হয় নিরুৎসাহিত। এটি মেনে নেয়া যায় না। বস্তুত জনগণ সরকারকে যে কর দেয়, সরকার তা থেকেই শিক্ষা খাতে ব্যয় করে। তাহলে শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট আরোপ কেন? তাছাড়া সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে ভ্যাটমুক্ত রাখা হয়েছে, সেখানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্যাট আরোপ করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য আরও বাড়বে। এটিও কাম্য নয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে প্রায়ই আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এর অর্থ হল, সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত জনগণকে সংক্ষুব্ধ করে তুলছে। অথচ সরকারের কাছ থেকেই জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার কথা। জনগণ সেটা পাচ্ছে না বলেই আদালতে যাচ্ছে। সরকারকে এটা অনুধাবন করতে হবে। আমরা মনে করি, সরকারের তরফ থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত আসা উচিত নয় যা জনস্বার্থপরিপন্থী। সরকার উপযুক্ত খাত থেকে রাজস্ব আহরণ করতে পারে। কিন্তু শিক্ষাকে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেন আর কখনও এ নিয়ে আন্দোলন করতে না হয় সেজন্য বিষয়টির এখনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।